প্রয়োজন সতী-সাধ্বী-সালেহা স্ত্রীর

(বাংলা-bengali-البنغالية)

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿ أهمية الزواج بامرأة صالحة مربية ﴾

(باللغة البنغالية)

محمد شمس الحق صديق

2009 - 1430

islamhouse.com

প্রয়োজন সতী-সাধ্বী-সালেহা স্ত্রীর

সন্তান ইমান ও তাকওয়ায় বলিষ্ঠ হয়ে বড় হবে। নিজের, পরিবার পরিজনের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তার যোগ্যতা ব্যয় হবে, উপরন্তু পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের উদ্দেশে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে কাজ করে যাবে, এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মুমিন পিতার থাকাটা স্বাভাবিক। তবে এ-প্রকৃতির সন্তান অর্জনের জন্য প্রয়োজন সালেহা বা সতী-সাধ্বী নারীর, যিনি তার সন্তানদের সুশিক্ষিত, আদর্শমান করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতায় সিদ্ধ।

সালেহা সতী-সাধ্বী নারী বলতে এমন নারীকে বুঝায় যিনি তাকওয়াপূর্ণ হৃদয় ধারণ করেন। আল্লাহ ও আখেরাতে গভীর বিশ্বাস রাখেন। ধর্মীয় বিধিনিষেধ যথার্থরূপে পালন করেন। পর্দা-পুশিদার ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ করতে যিনি নারাজ। যিনি নিয়মিত কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়নে নিজেকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় উদগ্রীব থাকেন। যিনি স্বামীর ঘরে উত্তম আমানতদার , উত্তম রক্ষক, ও নির্ভরতার পাত্র। যিনি তার নিজের ভূমিকা ভাল করে বুঝেন এবং তা যথার্থরূপে পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরিবার হল ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মূল ইউনিট যেখান থেকে বেরিয়ে আসে কাঙ্খিত মর্দে মুমিন। পরিবার হল মূল ঘাঁটি যেখানে মন্থিত হয় উত্তম আদর্শ ও বলিষ্ঠ চরিত্র। তাই এই ঘাঁটিকে নিরাপদ করা প্রতিটি মুসলিম পুরুষের অবশ্য করণীয়।

সতী-সাধ্বী নারী মুসলিম সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যে স্তম্ভ নড়বড়ে হলে, ভঙ্গুর হলে, দুর্বল হলে সংসার পাতার মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়।

পিতার পক্ষে একা পরিবার নামক দুর্গের প্রহরী বনে থাকা সম্ভব নয়। বরং ছেলে-মেয়ে মানুষ করার পিছনে পিতার পাশে মাতাকে এসে দাঁড়াতে হয় লৌহকঠিন দৃঢ়তায়। মাতাকেই বরং এ ক্ষেত্রে পালন করতে হয় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা।

তাই উত্তম প্রজন্ম গড়তে আগ্রহী প্রতিটি পুরুষের অবশ্য কর্তব্য নিজের জন্য একজন সতী-সাধ্বী, মুসলিমা, মুমিনা তালাশ করে বের করা এবং তার সাথে সংসার পাতা। স্ত্রীর ইমান ও তাকওয়া ও আদর্শিক জীবন ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সার্বিকভাবে সাহায্য করা।

স্ত্রী যখন দীনদার হবে, হৃদয়ে তাকওয়া ধারণ করবে, আল্লাহর প্রতি যখন তার নির্ভরতা, তাওয়াক্কুল দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যাবে, উত্তম বংশধর গড়ে তোলার সংগ্রামে একটি পরিবার তখন বিজয়ের মুখ দেখবে বলে আশা করা যাবে। আদর্শ স্ত্রী তার সন্তানকে শুধু দুগ্ধই পান করাবেন না, এর সাথে সাথে বরং তাকে পান করাবেন উত্তম আদর্শের শুভ্র পেয়ালা। তার কানে প্রবেশ করাবেন আল্লাহর যিকির, প্রবেশ করাবেন রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালামের শব্দমালা। তাকে পান করাবেন ইসলামের মহব্বত-ভালবাসা, যা মিশে যাবে তার রক্তে-মাংসে এবং পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাবে সর্বোচ্ছ আদর্শিক স্তরে।

স্ত্রী সংস্কৃতিবান্ হবে, কালচার্ড হবে, পুরুষ যদি এ ধরনের বাসনা পোষণ করে তবে তা কঠিন কিছু চাওয়া হবে না। কেননা সংস্কৃতি ঘরসংসার গোছানোর দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে, সন্তানকে সৎ-গুনাবলিতে ভূষিত করে বড় করে তুলতে সহযোগিতা দেয়। আর নারী তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন যেকোনো বিদ্যা অর্জন করার অধিকার রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশীয় নারীদের প্রশংসা করেছেন এ কারণে যে তারা সন্তান লালনের উত্তম গুনাবলিতে ঋদ্ধ ছিলেন, স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালনেও তারা ছিলেন অনন্যা। বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উত্তম নারী

যারা উটে চড়েছে, কুরাইশ নারীরা; তারা শিশুসন্তানের প্রতি মমতাময়ী এবং স্বামীর বিষয়-আশয়ে অধিক যত্নবান্। [বুখারি : ৫০৮২]

সন্তানের যথার্থ সেবাযত্ন, স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও গুরুত্ব-প্রদান একজন নারীর নারীত্ব সুষমিত-মহিমান্বিত করে তোলে, তাকে অধিষ্ঠিত করে মহান নারীদের কাতারে। নারীর এ কাজ তাকে জেহাদের ময়দানে একজন পুরুষের বীরবিক্রম ভূমিকার সমতুল্য, একজন পুরুষের মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় তুল্য।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, আসমা বিনতে য়্যাযিদ ইবনে আস সাকান (রাযি:) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন: আমি আমার পিছনে রেখে-আসা কিছু নারীর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি, তাদের বক্তব্যই আমার বক্তব্য। তারা সবাই আমার সাথে একমত। আর তা হল, আল্লাহ আপনাকে নারী-পুরুষ সবার প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনার প্রতি ইমান এনেছি, আপনার অনুসরণ করেছি। আর আমরা হলাম নারী, পর্দানশীন, ঘরে বসে থাকি। পক্ষান্তরে পুরুষদেরকে জুমার নামাজ আদায়, জানাযায় অংশগ্রহণ, জেহাদে যাওয়া, ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারা যখন জেহাদে বেরোয়, আমরা তাদের সম্পদ হেফাযত করি, তাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করি; তাহলে কি আমরা তাদের সাথে ছোয়াবে ভাগ পাব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, তোমরা কি এমন কোনো নারীর কথা শুনেছ যে তার দীনের ব্যাপারে প্রশ্ন করার বেলায় এই নারীর চেয়ে উত্তম? সাহাবিগণ বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যাও হে আসমা, তুমি তোমার পিছনে রেখে-আসা মহিলাদেরকে জানিয়ে দাও, স্বামীর জন্য উত্তম স্ত্রী হওয়া, তার সন্তুষ্টি খুঁজে নেয়া, তার সম্মতি অনুসরণ করা, যেগুলো উল্লেখ করেছ তার সমান। [মুসলিম]

ইমাম মাওয়ারদি, উত্তম স্ত্রী নিজের জন্য বেছে নেয়া পিতার প্রতি সন্তানের অধিকার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে উমর (রাযি:) এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: সন্তানের প্রথম হক হল, তার মাতা কে হবে, তা বেছে নেয়া, সন্তান জন্ম দেয়ার সিদ্ধান্তের পূর্বেই এমন মা বেছে নেওয়া যিনি হবেন সুন্দরী, ভদ্র, ধার্মিক, সতী, যিনি তার দায়িত্বগুলো ভাল করে বুঝবেন, যার চরিত্রে সবাই সন্তুষ্ট থাকবে, বুদ্ধি ও পূর্ণতায় যিনি হবেন সিদ্ধ, স্বামীর বিভিন্ন অবস্থায় যিনি হবেন সঙ্গী। [আবুল হাসান আল মাওয়ারদি : নসিহাতুল মুলুক, পৃষ্ঠা ১৬২]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি:) তার স্ত্রী চয়ন করার সময়, নিজের পিতৃহীন ছোটছোট বোনদের তালিম-তরবিয়তের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নাকচ করে দেন নি। বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের (রাযি:) কে প্রশ্ন করে বললেন: তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না পূর্ববিবাহিতা? তিনি বললেন, পূর্ব-বিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,'তুমি যদি কুমারী বিয়ে করতে, যাকে তুমি বিনোদিত করবে এবং যে তোমাকেও বিনোদিত করবে।' উত্তরে জাবের (রাযি:) বললেন,'হে আল্লাহর রাসূল: আমার পিতা মারা গেছেন, আর আমার ছোটছোট বোন রয়েছে, তাই আমি বয়সে ওদের মতো হবে, এমন নারী বিয়ে করতে অপছন্দ করলাম; কেননা এমতাবস্থায় সে তাদেরকে আদব শেখাতে পারবে না, তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, তাই পূর্ববিবাহিতাকেই বেছে নিলাম, যাতে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাদেরকে আদব শেখাতে পারে। [বুখারি:২৯৬৭]

লক্ষ্যণীয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের (রাযি:) এর কথা শোনার পর তার দৃষ্টিকোণকে নস্যাৎ করে দেন নি, তিনি বলেন নি যে, না কুমারী নারীকেই বিয়ে করা তোমার উচিত ছিল।

উক্ত বর্ণনা থেকে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে সাহাবায়ে কেরাম শিশুদেরকে আদব-শিষ্টাচার শেখানোর ব্যাপারে এতটুকু উৎসাহী ছিলেন যে, এক্ষেত্রে তারা নিজের আনন্দ-বিনোদনের বিষয়টি বেমালুম ভুলে যেতেন। তাদের কাছে প্রধান গুরুত্বের বিষয় ছিল শিশুদেরকে যথার্থরূপে মানুষ করে গড়ে তোলা, ইমান ও তাকওয়ায় বলীয়ান্ করে গড়ে তোলা।

এ বিষয়টি প্রতিটি মুসলমানের বিবেচনায় রাখা জরুরি। সতী-সাধ্বী, ধার্মানুরাগী, নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক ; বাহ্যিক সৌন্দর্যে অনিন্দ্য হলে উত্তম, তবে এটা যেন মৌলগুরুত্বের বিষয় না হয়_ আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই হল আসল গুরুত্বের বিষয় _ এ প্রকৃতির নারী অনুসন্ধান করে বের করা, আল্লাহর কাছে দোয়া করে চেয়ে নেয়া; কেননা এ প্রকৃতির নারী আল্লাহর এক নেয়ামত, আর এ নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য কান্নাকাটি করতে হবে, উচ্ছ্বসিত আবেগ রাখতে হবে হৃদয়ে। প্রেরণা-আবেগ, দুআ ও চেষ্টা-সাধনা করে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসা স্বাভাবিক।

সতী-সাধ্বী স্ত্রী প্রকৃত অর্থেই এক অমূল্য রত্ন। ইমাম তিরমিযি ছাওবান (রাযি:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল { যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও } আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। সাহাবাদের কেউ-কেউ বললেন: আয়াতটি সোনা-রুপার ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে,' আমরা যদি জানতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা অর্জন করতাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সর্বোত্তম সম্পদ যিকিরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনকারী হৃদয়, সতী-সাধ্বী স্ত্রী যে মুমিনকে তার ইমানের ব্যাপারে সাহায্য করে।'

ইবনে আব্বাস (রাযি:) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: যখন এ আয়াত নাযিল হল {যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও} মুসলমানদের কাছে তা খুব ভারি মনে হল। উমর (রাযি:) বললেন: আমি তোমাদের বোঝা হালকা করার ব্যবস্থা করছি। অতঃপর তিনি রওনা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর নবী! এই আয়াতটি আপনার সাহাবিদের কাছে ভারি মনে হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ যাকাতকে এ জন্যই ফরজ করেছেন যাতে তোমাদের বাকি সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়, আর তিনি মিরাস ফরজ করেছেন যাতে তা তোমাদের পরবর্তীদের অধিকারে যায়, অতঃপর উমর (রাযি:) তাকবির দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর (রাযি:) কে বললেন: পুরুষ কী সঞ্চয় করবে এ ব্যাপারে কি আমি তোমাকে জানিয়ে দেব? তা হল, সালেহা (সতী-সাধ্বী) নারী, যার প্রতি দৃষ্টি দিলে স্বামীর নয়ন জুড়িয়ে যায়, স্বামী তাকে কোনো কিছু করেত বললে সে তার আনুগত্য করে, স্বামী যখন অনুপস্থিত থাকে সে তার হেফাযত করে। ' [আবু দাউদ]

আল্লাহ আমাদের সকলের স্ত্রীকে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাউফিক দান করুন।